ভোরের কাগজ

JUN 24 2002

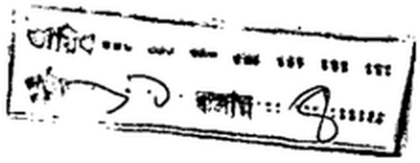

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করতে ব্যাপক পরিকল্পনা

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে বিশেষজ্ঞ কমিটি হচ্ছে

কাগজ প্রতিবেদক : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কর্মসূচি নির্দিষ্ট করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।

এ ছাড়া দেশের প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক মাদ্রাসায় সরকার কম্পিউটার সরবরাহসহ ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চলতি অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে দেশের ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ কর্মসূচির আওতায় কিছু মাদ্রাসাতেও কম্পিউটার দেওয়া হবে।

তবে আর্থিক সংকটের কারণে প্রস্তাবিত ৯টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে।

জাতীয় সংসদের গতকাল সকালের বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সাংসদদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য জানান।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জামাতে ইসলামীর সাংসদ আবু সাঈদ মোঃ শাহাদত হুসাইনের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রসঙ্গে আরো জানান, দেশের মাদ্রাসাগুলোতে কম্পিউটার কোর্স চালু করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে 'দেশের মাদ্রাসাসমূহে কম্পিউটার কোর্স প্রবর্তন' নামে একটি প্রকল্পের সারপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে।

এ প্রসঙ্গে বিএনপির সাংসদ অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে ড. ওসমান ফারুক বলেন, দেশের মাদ্রাসাগুলোতে দাখিল স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের কোনো পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই। তবে ইবতেদায়ী স্তরের ছাত্রছাত্রীদের ২০০৩ সাল থেকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

জামাতে ইসলামীর আরেক সাংসদ মিজানুর রহমান চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক জানান, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের পরিকল্পনা আছে। এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, এ ছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গাজীপুরে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কার্যকলাপ পুনর্বিন্যাস ও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি এফিলেয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় সাংসদ কর্নেল (অব.) ফারুক খানের প্রশ্নের জবাবে ড. ওসমান ফারুক বলেন, আর্থিক সংকটের কারণে ইতিপূর্বে প্রস্তাবিত ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গোপালগঞ্জ জেলায় স্থাপিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৯টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

তিনি জানান, গোপালগঞ্জ জেলায় স্থাপিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে জমি উন্নয়নের জন্য ৩ কোটি ৪ লাখ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল যা মোট বরাদ্দের ১৫ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার বর্তমান আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠলে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্মাণ কাজ চালু করা সম্ভব হবে।

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার প্রসঙ্গে বিএনপির সাংসদ দেলোয়ার হোসেন খান দুলুর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন, এ দুই স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা চলছে। এর মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত ও অনুসৃত সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন বা সংস্করণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়নে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে আধুনিক ও যুগোপযোগী ধারার প্রবর্তন, প্রতিটি জেলা শহর ও প্রতিটি উপজেলা শহরে একটি করে বড়ো মিলনায়তন নির্মাণ যা পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হল হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ, বর্তমান গ্রেডিং সিস্টেমের সংস্কারণ, 'এ' লেভেল, এবং 'ও' লেভেলের মতো বছরে একাধিকবার পরীক্ষা গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, সংস্কারগুলো নির্দিষ্ট করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।